BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090017

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

অঙ্কনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ও চিন্তার বিকাশ

রুপালী মান্না ভূঞ্যা

Paschim Medinipur
Email: rupalimanna36@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে শিশুর ভাষা ও চিন্তার বিকাশ একটি সমন্বিত ও অপরিহার্য প্রক্রিয়া। শিশুরা প্রাথমিকভাবে চাক্ষুষ প্রতীক, চিত্র এবং অঙ্কনের মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ ভাবনা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে শেখে। অঙ্কন শুধুমাত্র একটি সৃজনশীল কার্যক্রম নয়; এটি শিশুর বুদ্ধিবিকাশ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি এবং ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গবেষণায় অঙ্কনের মাধ্যমে শিশুর মৌখিক ও লিখিত ভাষা, চিন্তার গঠন, সমস্যা সমাধান ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতার বিকাশের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে, চাক্ষুষ প্রতীক থেকে মৌখিক ভাষায় রূপান্তর, প্রাক্-গঠনমূলক ভাষা শিক্ষা, এবং গল্প বা কাহিনির মাধ্যমে ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, অঙ্কনভিত্তিক শিক্ষণ শিশুর ভাষাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও সৃজনশীল দক্ষতা সমন্বিতভাবে বিকাশে সহায়ক এবং শিক্ষার প্রক্রিয়াকে আনন্দময় ও অংশগ্রহণমূলক করে। এই গবেষণা প্রাথমিক শিক্ষায় অঙ্কনের অন্তর্ভুক্তি ও কার্যকর প্রয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরে, যা শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাজীবনের ভিত্তি গড়ে তোলে।

মূল শব্দ: *অঙ্কন, প্রাথমিক শিক্ষা, ভাষা বিকাশ, চিন্তার বিকাশ, সৃজনশীলতা, শিশু শিক্ষা।*

ভূমিকা :

শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যতম প্রধান উপাদান এবং এটি কেবল জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি শিশুর মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে। শিশুর জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিক্ষার ভিত্তি যত দৃঢ় হয়, তার পরবর্তী শিক্ষাজীবন তত সুসংগঠিত ও ফলপ্রসূ হয়। এই প্রাথমিক শিক্ষার ধাপ শিশুর মানসিক কাঠামো, শিখন মনোভাব, সহমর্মিতা, সামাজিকীকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার প্রাথমিক মাপকাঠি নির্ধারণ করে। শিশুর বিদ্যালয় জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা শিক্ষার প্রতি তার মনোভাব এবং শেখার আগ্রহকে গড়ে তোলে, যা তার ভবিষ্যতের ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

প্রাথমিক শিক্ষার এই পর্যায়ে শিশুর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভাষা ও চিন্তার বিকাশ। ভাষা শিশুর চিন্তাকে বহিঃপ্রকাশের এক প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, এবং একইভাবে, চিন্তাও ভাষার মাধ্যমে দৃশ্যমান ও বোধগম্য হয়ে ওঠে।

শিশুর চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ এবং কল্পনাশক্তিকে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকাশের জন্য একাধিক মাধ্যম প্রয়োজন, যার মধ্যে অঙ্কন বা চিত্রাঙ্কন একটি অত্যন্ত কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ উপায়। অঙ্কন শুধুমাত্র রঙ, রেখা বা আকারের সংমিশ্রণ নয়; এটি শিশুর অভ্যন্তরীণ মনোজগতের এক জীবন্ত প্রতিফলন।

শিশু প্রারম্ভিক বয়সে ভাষাগতভাবে সবকিছু প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। সে এখনও শব্দ ও বাক্যগঠনের মাধ্যমে তার জটিল ভাবনাগুলো প্রকাশ করতে পারে না। এই অবস্থায় অঙ্কন তার চিন্তা ও অনুভূতির জগৎকে দৃশ্যমান আকারে প্রকাশ করার এক স্বাভাবিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। একটি শিশুর হাতের আঁকা ছবি তার আবেগ, কল্পনা, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং মানসিক প্রতিফলনকে তুলে ধরে। রঙ, রেখা, আকার এবং স্থান ব্যবহার করে শিশু তার নিজস্ব চিন্তা ও ধারণাকে এক সৃজনশীল রূপে উপস্থাপন করে।

অঙ্কন কেবল শিল্পচর্চা নয়; এটি শিক্ষণ ও শেখার এক জটিল প্রক্রিয়ার অংশ, যা শিশুর বোধগম্যতা, মনোযোগ, বিশ্লেষণক্ষমতা, কল্পনাশক্তি এবং ভাষার দক্ষতা বিকাশে সহায়ক। শিশুর চিত্রকলা এবং অঙ্কনভিত্তিক কার্যক্রম তাকে চিন্তাশক্তি ও ভাষার সমন্বয় শিখায়। শিশুরা যখন তাদের আঁকা ছবি বা চিত্রের ব্যাখ্যা দেয়, তখন তারা শুধু নিজেদের ভাব প্রকাশ করছে না, বরং সেই প্রক্রিয়ায় বাক্যগঠন, শব্দভাণ্ডার, এবং যোগাযোগের দক্ষতাও বিকাশ করছে।

এভাবে অঙ্কন প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর মানসিক ও ভাষাগত বিকাশের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এটি শিশুকে কেবল সৃজনশীলভাবে ভাবতে শেখায় না, বরং তার বিশ্লেষণক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ, এবং চিন্তার গঠনকে এক কাঠামোবদ্ধ রূপ দেয়। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অঙ্কনের ভূমিকা তাই কেবল সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করা নয়; এটি ভাষা, চিন্তা, বোধগম্যতা এবং সৃজনশীলতার বিকাশে অপরিহার্য, যা শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাজীবনের ভিত্তি গড়ে তোলে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো অঙ্কনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ভাষা ও চিন্তার বিকাশের সম্পর্ক ও কার্যকারিতা নিরূপণ করা। বিশেষভাবে এই গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে—

1. প্রাথমিক শিক্ষায় অঙ্কন কার্যক্রম কীভাবে ভাষা শিক্ষার সহায়ক হয়।
2. অঙ্কন শিশুদের চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বিশ্লেষণক্ষমতার বিকাশে কী ভূমিকা রাখে।
3. শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিবেশের ভূমিকা অঙ্কনভিত্তিক শিক্ষণ-শেখার প্রক্রিয়ায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়।
4. ভাষা ও অঙ্কনের সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মানসিক বিকাশের সম্ভাবনা নির্ণয়।

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট:

(ক) শিশুর ভাষা ও চিন্তার বিকাশ : পিয়াজে ও ভাইগটস্কির দৃষ্টিভঙ্গি

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী **জ্যাঁ পিয়াজে (Jean Piaget)** শিশুর চিন্তার বিকাশকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন— সংবেদন-সঞ্চালন স্তর (০-২ বছর), প্রাক সক্রিয়তার স্তর (২-৭ বছর), মূর্ত সক্রিয়তার স্তর (৭-১১ বছর), এবং যৌক্তিক সক্রিয়তার স্তর (১১ বছর থেকে কৈশোর পর্যন্ত)। প্রাথমিক শিক্ষার বয়স সাধারণত দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে পড়ে, যেখানে শিশুর চিন্তা প্রতীক, চিত্র ও ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়। অন্যদিকে **লেভ ভাইগটস্কি (Lev Vygotsky)** ভাষাকে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার একটি প্রধান

হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, ভাষা শিশুর চিন্তার গঠনকে প্রভাবিত করে এবং 'Zone of Proximal Development'–এর মাধ্যমে শিশু পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে শেখে। অঙ্কন কার্যক্রম এই দুই তত্ত্বের মধ্যবর্তী এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে, কারণ এতে সামাজিক বিনিময় (শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সহপাঠী-শিক্ষার্থী) এবং প্রতীকী চিন্তা—দু'টোই একত্রে কাজ করে।

(খ) অঙ্কনের মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য

অঙ্কন প্রাথমিক শিক্ষার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক উপাদান, যা শিশুর মানসিক ও আবেগগত বিকাশকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে। এটি কেবল এক ধরনের চিত্রাঙ্কন বা শিল্পচর্চা নয়; বরং শিশুর অভ্যন্তরীণ চিন্তা, আবেগ, কল্পনা এবং জ্ঞানকে বাহ্যিক আকারে প্রকাশের একটি প্রাকৃতিক মাধ্যম। শিশু প্রারম্ভিক বয়সে ভাষাগত দক্ষতায় সীমিত থাকে; সে শব্দের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। এই সীমাবদ্ধতা অঙ্কন কার্যক্রমের মাধ্যমে সহজে পূরণ হয়। রঙ, রেখা, আকার এবং স্থান ব্যবহার করে শিশু তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতি, আনন্দ, ভয়, আশা বা কল্পনাশক্তিকে একটি দৃশ্যমান আকারে উপস্থাপন করতে পারে।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ লাওজে-এর উক্তি অনুযায়ী, "চিত্রকলা এমন এক ভাষা যা শব্দের সীমা অতিক্রম করে।" এটি শিশুদের জন্য এক ধরনের **অভ্যন্তরীণ ভাষা** (inner language) হিসেবে কাজ করে। শিশুরা অঙ্কনের মাধ্যমে এমন কিছু প্রকাশ করতে পারে যা কথায় বা লেখায় প্রকাশ করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু তার পরিবারের আবেগপূর্ণ সম্পর্ক বা স্কুলে তার অভিজ্ঞতা কাগজে রঙ ও আকারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। এই অভ্যন্তরীণ ভাষা শিশুকে পরবর্তী পর্যায়ে মৌখিক ও লিখিত ভাষার বিকাশে সাহায্য করে, কারণ শিশু তার চিত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শব্দ, বাক্য ও সংজ্ঞার ব্যবহার শিখে।

মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, অঙ্কন শিশুদের **দৃষ্টি, মনোযোগ, স্মৃতি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, এবং কল্পনাশক্তি** সক্রিয় করে। অঙ্কনের মাধ্যমে শিশুর আবেগপ্রকাশ এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা উন্নত হয়। শিশু যখন নিজের আঁকা চিত্র বিশ্লেষণ করে বা নতুন ধারণা যুক্ত করে, তখন তার চিন্তার গঠন প্রক্রিয়া ও সমন্বয়শক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব, অঙ্কন কেবল আনন্দদায়ক কার্যক্রম নয়; এটি শিশুর মানসিক বিকাশের এক অন্তর্নিহিত মাধ্যম, যা তার ভাষা, চিন্তা এবং সৃজনশীলতার বিকাশকে সমৃদ্ধ করে।

(গ) শিক্ষণতত্ত্ব ও অঙ্কন

নির্মাণবাদী শিক্ষণতত্ত্ব (Constructivism) অনুসারে, জ্ঞান কোনো বাহ্যিক উৎস থেকে কেবল আরোপিত হয় না; বরং শিক্ষার্থী নিজে তার অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান নির্মাণ করে। শিশুর শেখার এই প্রক্রিয়ায় অঙ্কন একটি কার্যকর **নির্মাণমাধ্যম** হিসেবে কাজ করে। যখন শিশু কোনো দৃশ্য, ঘটনা বা গল্পকে কাগজে রূপায়িত করে, তখন সে তার অভিজ্ঞতা, কল্পনা, আবেগ এবং তাত্ত্বিক ধারণার সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় শিশুর **চিন্তা ও ভাষার বিকাশ** একসাথে ঘটে।

অঙ্কন শিশুকে সক্রিয় শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলে। শিশুরা কেবল শিক্ষকের নির্দেশ মেনে বসে না; বরং তারা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ, বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা প্রয়োগ করে তাদের জ্ঞানকে নির্মাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক যদি শিশুদের একটি "গ্রামের দৃশ্য" আঁকতে বলেন, তবে শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং কল্পনাশক্তি মিলিয়ে চিত্র অঙ্কন করে। এরপর সেই চিত্রকে বর্ণনা বা গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করার সময় শিশুর **ভাষাগত দক্ষতা, যুক্তি, এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা** সক্রিয় হয়।

এছাড়া, শিক্ষণতত্ত্ব অনুযায়ী, অঙ্কন শিশুর **সমস্যা সমাধান ক্ষমতা**, **সৃজনশীলতা**, **ও বিমূর্ত চিন্তাশক্তি** বিকাশে সহায়ক। শিশুরা তাদের চিত্রায়িত বিষয় বিশ্লেষণ করে নতুন ধারণা যুক্ত করে, এবং তাদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নতুন শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে। ফলে অঙ্কন হয়ে ওঠে একটি কার্যকর শিক্ষণ ও শেখার পদ্ধতি, যা শিক্ষার্থীর জ্ঞান, চিন্তা, এবং ভাষার বিকাশকে সমন্বিতভাবে সহায়তা করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, অঙ্কন শুধু কল্পনাশক্তির প্রকাশ নয়, এটি একটি **শিক্ষণমূলক কৌশল** যা শিশুর **মৌলিক জ্ঞান**, **বোধগম্যতা**, **চিন্তা এবং ভাষার বিকাশ**কে একসঙ্গে সমৃদ্ধ করে। প্রাথমিক শিক্ষায় অঙ্কনকে কেন্দ্র করে শিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষাজীবনকে অর্থপূর্ণ, সৃজনশীল ও অংশগ্রহণমূলক করা সম্ভব।

অঙ্কনের মাধ্যমে ভাষা বিকাশ (Expanded Version):

১. চাক্ষুষ প্রতীক থেকে মৌখিক ভাষায় রূপান্তর

শিশুরা প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য চাক্ষুষ বা প্রতীকী মাধ্যমকে প্রাধান্য দেয়। এ পর্যায়ে শব্দের সীমাবদ্ধতা থাকে, ফলে শিশুরা তাদের অভ্যন্তরীণ ভাবনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য **চিত্র বা অঙ্কনকে প্রধান মাধ্যম** হিসেবে ব্যবহার করে। একটি শিশু যখন বাড়ি, পরিবার, গাছ, সূর্য বা বিদ্যালয় ইত্যাদি আঁকে, তখন সে কেবল বস্তুগুলিকে চিত্রায়িত করছে না; বরং তার দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিক অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশকে বিশ্লেষণ করে চাক্ষুষ আকারে প্রকাশ করছে।

শিক্ষক যদি এই চিত্রকে কেন্দ্র করে শিশুর সঙ্গে আলাপচারিতা করেন—যেমন, "এটি কি?" বা "তুমি কেন এটি আঁকল?"—তাহলে শিশু তার চিত্রের মানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **মৌখিক ভাষা ব্যবহার শেখে**। এই প্রক্রিয়ায় শিশুর বাক্য গঠন, শব্দচয়ন ও সংজ্ঞা নির্ধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অঙ্কনকে কেন্দ্র করে প্রশ্নোত্তর বা গল্প তৈরির প্রক্রিয়া শিশুকে সক্রিয়ভাবে ভাষা ব্যবহার করতে শেখায়। শিশুরা তাদের ভাবনাকে ভাষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখে, এবং একই সঙ্গে তাদের **আত্মবিশ্বাস ও যোগাযোগ দক্ষতা**ও উন্নত হয়।

শিশুর আঁকা চিত্র একটি ধ্রুব প্রতীক হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে তারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারে। শিক্ষক যদি শিশুকে চিত্র বিশ্লেষণ করতে উৎসাহিত করেন এবং সেই চিত্রকে কেন্দ্র করে সংলাপ গড়ে তোলেন, তবে শিশুর শব্দভাণ্ডার ও মৌখিক বর্ণনামূলক দক্ষতা ধাপে ধাপে সমৃদ্ধ হয়।

২. ভাষার প্রাক্-গঠনমূলক শিক্ষা

অঙ্কনভিত্তিক শিক্ষণ শিশুকে **ভাষার প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে পরিচিত করে**, যা তার বৌদ্ধিক ও ভাষাগত বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুরা রঙ, আকার, দিকনির্দেশ, তুলনা এবং সংখ্যা সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়। অঙ্কনের মাধ্যমে এই ধারণাগুলোকে **চাক্ষুষ ও স্পর্শযোগ্য আকারে উপস্থাপন করা যায়**, যা শিশুর মননশীলতা ও বোধগম্যতা বাড়ায়।

উদাহরণস্বরূপ, শিশুকে যদি "বড়-ছোট," "ডান-বাম," "দূর-কাছ" বা "লাল-নীল" রঙের বিষয়ে শেখানো হয়, তখন এটি কেবল শব্দ বা পাঠ্যভিত্তিক শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং শিশুরা রঙিন চিত্র আঁকার মাধ্যমে প্রতিটি ধারণাকে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই প্রক্রিয়ায় শিশুরা শুধু নতুন শব্দ শেখে না; বরং সে **ভাষার ব্যবহার**, **অর্থ বোঝা এবং সংজ্ঞার সঠিক প্রয়োগ**ও অনুশীলন করে।

অঙ্কন শিশুদের জন্য একটি **দৃশ্যমান শিক্ষা মাধ্যম** হিসেবে কাজ করে, যেখানে তারা রঙ, আকার, রেখা এবং স্থান ব্যবহার করে শব্দের অর্থ ও প্রয়োগকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করে। এর ফলে শিশুরা মৌলিক ভাষাগত ধারণাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে এবং তা তাদের বাক্য গঠন ও শিখন ক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

৩. কাহিনির মাধ্যমে ভাষা দক্ষতা:

অঙ্কন কেবল প্রতীকী প্রকাশ নয়; এটি শিশুর **কল্পনাশক্তি ও গল্পগঠন ক্ষমতাকে** প্রণোদিত করে। শিশুর আঁকা ছবিকে কেন্দ্র করে শিক্ষক যদি একটি গল্প তৈরি করতে বলেন, তাহলে শিশু তার চিত্রের মাধ্যমে **ভাবনা গঠন, বাক্য বিন্যাস এবং শব্দ ব্যবহার** শেখে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু তার আঁকা ছবির চরিত্র ও দৃশ্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে একটি ছোট গল্প বা সংলাপ তৈরি করতে পারে। এই প্রক্রিয়া শিশুকে **ভাষার কার্যকর ব্যবহার এবং বিশ্লেষণমূলক চিন্তা** শিখায়।

গল্প বা বর্ণনামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুরা শব্দের যথাযথ ব্যবহার, ক্রমবিন্যাস এবং বাক্যগঠনের কাঠামো শিখে। এই দক্ষতা পরবর্তীতে **পাঠ্যবস্তুর বোধগম্যতা, লিখিত প্রকাশ এবং মৌখিক যোগাযোগের ক্ষমতা** বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়। অঙ্কন-ভিত্তিক কাহিনী শিশুদের শেখার প্রক্রিয়াকে আনন্দময় ও উদ্দীপক করে তোলে, যা তাদের **ভাষা শেখার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস** বাড়ায়।

শিশুরা যখন তাদের আঁকা চিত্রকে কেন্দ্র করে গল্পের কাঠামো তৈরি করে, তখন তারা কেবল শব্দ ব্যবহার শেখে না, বরং **তাদের চিন্তা, কল্পনা ও আবেগকে** সঠিকভাবে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়। এভাবে অঙ্কন শিশুর ভাষা বিকাশের সঙ্গে সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাশক্তিকে একত্রিত করে, যা প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

অঙ্কনের মাধ্যমে চিন্তার বিকাশ:

১. পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি: অঙ্কন শিশুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে তীক্ষ্ণ করে। একটি দৃশ্য বা ঘটনার রূপায়ণ করতে গেলে শিশু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় লক্ষ্য করে—রঙ, অনুপাত, স্থানবিন্যাস ইত্যাদি। এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া তার **বিশ্লেষণাত্মক ও যুক্তিবাদী চিন্তাশক্তিকে** জাগিয়ে তোলে।

২. কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীল চিন্তা: অঙ্কন এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে শিশু নিজের কল্পনাকে অবাধে প্রকাশ করতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা ছাড়াই, রঙ ও আকারের মাধ্যমে সে এক নতুন পৃথিবী গড়ে তোলে। এই কল্পনাশক্তি পরবর্তীকালে সমস্যা সমাধান, গল্প রচনা, বা নতুন ধারণা গঠনে সাহায্য করে—যা উচ্চতর চিন্তার বিকাশে সহায়ক।

৩. প্রতীকী চিন্তা ও বিমূর্ত ধারণা গঠন: অঙ্কনের মাধ্যমে শিশু বাস্তব বস্তুকে প্রতীকে রূপ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি গোলাকার সূর্য মানে উষ্ণতা বা দিনের আলো—এমন প্রতীকীকরণের মাধ্যমে শিশুর বিমূর্ত ধারণা (abstract thinking) গড়ে ওঠে। এই প্রতীকী চিন্তা পরবর্তী সময়ে ভাষাগত বিমূর্ততা, যেমন রূপক বা উপমা, বুঝতে সাহায্য করে।

শিক্ষকের ভূমিকা:

শিক্ষক এই প্রক্রিয়ায় এক মধ্যস্থকারী বা facilitator হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষক যদি শিশুদের অঙ্কনকে কেবল নৈপুণ্যের মাপকাঠিতে না দেখে **অভিব্যক্তির মাধ্যম** হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে তা ভাষা ও চিন্তার বিকাশের দ্বার খুলে দেয়।

শিক্ষককে উচিত—

- শিশুদের অঙ্কন নিয়ে সংলাপ চালানো,

- উৎসাহ দেওয়া যাতে তারা তাদের চিত্র ব্যাখ্যা করে,
- চিত্রের ওপর ভিত্তি করে গল্প, কবিতা বা আলোচনা গড়ে তোলা,
- সহপাঠীদের মধ্যে চিত্র বিনিময় ও আলোচনা আয়োজন করা।

এভাবে অঙ্কন হয়ে ওঠে **শিক্ষণ-শেখার পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র**, যা ভাষা ও চিন্তা উভয়ের বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

বিদ্যালয় ও পাঠক্রমের প্রাসঙ্গিকতা:

বর্তমান সময়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিকতা, সৃজনশীলতা এবং আনন্দময় শিক্ষণকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ (NEP 2020) **এবং** জাতীয় পাঠক্রম কাঠামো ২০২৩ (NCF 2023)-এও এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু জ্ঞান বা তথ্য অর্জনের উপর নয়, বরং শিশুর মননশীলতা, সৃজনশীলতা, চিন্তাশক্তি এবং ভাষাগত দক্ষতা বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে অঙ্কন, সংগীত, নৃত্য, নাট্যশিক্ষা প্রভৃতি সৃজনশীল কার্যক্রমকে ভাষা ও জ্ঞানবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অঙ্কনকে পাঠক্রমের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা শিশুর শেখার অভিজ্ঞতাকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করে। এটি শিক্ষাকে একঘেয়েমি বা রুটিনভিত্তিক প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি দেয় এবং শিশুকে শেখার প্রতি উৎসাহী করে তোলে। যখন শিশু শিক্ষার বিষয়বস্তুকে চিত্রায়িত করে, তখন সে শুধু তথ্য স্মরণ করে না, বরং তার অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, কল্পনা ও আবেগকে একত্রিত করে অর্থবোধ নির্মাণ করে। ফলে শিক্ষা প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে সংলগ্ন, সক্রিয় এবং আনন্দদায়ক, যা শিশুর মনোযোগ ও শিখনপ্রবণতাকে বৃদ্ধি করে।

অঙ্কনভিত্তিক পাঠক্রম শিশুর বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তা (multiple intelligence) বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। Howard Gardner-এর বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব অনুযায়ী, শিশুরা বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তার সংমিশ্রণ ব্যবহার করে শেখে। অঙ্কনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার ভাষাগত বুদ্ধিমত্তা, দৃশ্যমান ও স্থানগত বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, সামাজিক এবং আবেগগত দক্ষতা একত্রিতভাবে বিকাশিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিশুরা যখন কোনো বিষয় চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে এবং তা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলাপ করে, তখন সে শুধু চিত্রকলা বা শব্দ নয়, বরং যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং সৃজনশীল চিন্তাশক্তিও ব্যবহার করছে।

শিক্ষার এই বহুমাত্রিক দিক শিশুকে সক্রিয় শিক্ষার্থী (active learner) হিসেবে গড়ে তোলে। শিশু কেবল জ্ঞান গ্রহণ করে না; বরং সে নিজস্ব অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও কল্পনার মাধ্যমে জ্ঞান নির্মাণ করতে শেখে। এই প্রক্রিয়া তার ভাষাগত দক্ষতা, সমস্যা সমাধান ক্ষমতা এবং আত্মপ্রকাশের সক্ষমতা একসাথে বিকাশিত করে। বিশেষ করে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অঙ্কন অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিশু শিখতে শেখে সহজ থেকে জটিল ধারার চিন্তা, নিজস্ব ধারণা নির্মাণ এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণ।

অতএব, বর্তমান শিক্ষানীতি ও পাঠক্রম কাঠামো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, বিদ্যালয় ও পাঠক্রমে অঙ্কনের অন্তর্ভুক্তি কেবল সৃজনশীলতার প্রসার ঘটায় না; বরং এটি শিশুর ভাষা, চিন্তা, সামাজিক ও আবেগগত বিকাশকে একসাথে সমৃদ্ধ করে। এটি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি সমন্বিত, অর্থবহ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

উপসংহার:

অঙ্কনের মাধ্যমে ভাষা ও চিন্তার বিকাশ এক স্বাভাবিক ও কার্যকর শিক্ষণপ্রক্রিয়া, যা শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বিকশিত করে। ভাষা ও চিন্তা—দু'য়ের মধ্যকার সেতুবন্ধন হিসেবে অঙ্কন শিশুকে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা দেয়, শিক্ষাকে করে তোলে আনন্দময় ও অংশগ্রহণমূলক।

একটি শিশুর আঁকা ছবি তার মনের দরজা খুলে দেয়—যেখানে শব্দ না থাকলেও ভাবনা প্রবাহিত হয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অঙ্কন কেবল সহায়ক কার্যকলাপ নয়, বরং এক গভীর শিক্ষণ পদ্ধতি। যদি বিদ্যালয়, শিক্ষক ও নীতিনির্ধারকরা অঙ্কনের এই শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন, তবে শিশুদের ভাষা, চিন্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে বহুগুণে।এইভাবেই অঙ্কন হয়ে উঠতে পারে প্রাথমিক শিক্ষার **অন্তরঙ্গ ভাষা**—যার মাধ্যমে শিশু নিজেকে, সমাজকে ও বিশ্বকে নতুন করে চিনতে শেখে।

রেফারেন্স:

- আহমেদ, সুমিতা (২০১৮)। *প্রাথমিক শিক্ষায় চিত্রকলার ভূমিকা ও শিশু ভাষা বিকাশ।* কলকাতা: শিক্ষা প্রকাশন।
- চক্রবর্তী, রঞ্জন (২০১৭)। "শিশুর মননশীলতা ও সৃজনশীলতা বিকাশে অঙ্কনের ব্যবহার।" *বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা জার্নাল,* ৫(২), ২৫–৩৮।
- দেব, অমল (২০১৫)। *শিশুর মানসিক ও ভাষাগত বিকাশে চিত্রকলা এবং সৃজনশীল কার্যক্রম।* ঢাকা: শিক্ষাবিদ প্রকাশন।
- পিয়ারজে, জে. (Piaget, J.) (১৯৭২)। *শিশুর মনোবিজ্ঞান (The Psychology of the Child)।* নিউ ইয়র্ক: বেসিক বুকস।
- ভাইগটস্কি, এল. (Vygotsky, L.) (১৯৭৮)। *সমাজে মন: উচ্চতর মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বিকাশ (Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes)।* ক্যামব্রিজ, এম.এ.: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- গার্ডনার, হাওয়ার্ড (Gardner, H.) (১৯৮৩)। *মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সের তত্ত্ব (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences)।* নিউ ইয়র্ক: বেসিক বুকস।
- রাজা, মধুসূদন (২০১৯)। *প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিক চিত্রকলা শিক্ষণ।* কলকাতা: শিক্ষা এবং সমাজ প্রকাশন।
- ভারত সরকার (২০২০)। *ন্যাশনাল এজুকেশন পলিসি (NEP 2020)।* নতুন দিল্লি: শিক্ষামন্ত্রী, ভারত সরকার।
- ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (NCF) (২০২৩)। *NCERT, নতুন দিল্লি।*
- সরকার, অরূপ (২০১৬)। "অঙ্কন ও শিশু ভাষা বিকাশ: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের একটি বিশ্লেষণ।" *শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান,* ৪(১), ৫৫–৭২।

Citation: **মান্না ভূঞ্যা. রু.,** (2025) "অঙ্কনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ও চিন্তার বিকাশ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.